র চাকরির নামে প্রতারণা
দ্রীয় মন্ত্রকের দুই অফিসার

যেত সন্দীপ কুমার, জগদীশ রাজরা। সন্দীপ ২০০৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে কাজ করত। বর্তমানে সে গ্রামোন্নয়ন বিভাগে কর্মরত। ওই বিভাগেই কর্মরত জগদীশ রাজও। তারা দুজনে ছক করে কিশোর কুনাল নামে একটি সংস্থার ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই তিনজন মিলে একটি অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই অফিসেই বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক নিয়ে আসা হত। [illegible]পর বেশ কয়েকজনকে ওএনজিসি-র কর্তা বলে পরিচয় দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলত সন্দীপ, জগদীশরা। অনেকেই তাদের কথার ফাঁদে পড়তেন। বেশ কয়েকজন অগ্রিম টাকাও দিতেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার জন্য বেশ কয়েকটি অফিসেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ওই অফিসগুলিতে মাঝে মধ্যেই চাকরি প্রার্থীদের নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে তাঁদের ইন্টারভিউও নেওয়া হত। যারা ইন্টারভিউ নিত তারাও ওই ভুয়ো সংস্থারই কর্মী ছিল বলে জানা গিয়েছে। এভাবেই দিল্লির একের পর এক যুবক-যুবতীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু কেউই সেভাবে চাকরি পাচ্ছিল না। ওই প্রতারকরা অবশ্য একই অফিস ব্যবহার করত না। প্রতারিতদের কাছে ধরা না দেওয়ার জন্যই তারা অফিস পাল্টাতে থাকে। এমনকী, যে সমস্ত ফোন নম্বর তারা দিয়েছিল, সেইসব ফোন নম্বরগুলিও পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমত অবস্থায় এক প্রতারিত যুবক দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ (উত্তর) থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওই যুবক জানান, তাঁর কাছ থেকে ২২লক্ষ টাকা নেওয়া হলেও চাকরি দেওয়া হয়নি। এরপরে দিল্লি পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে গ্রামোন্নয়ন দফতরের দুই অফিসার। সোমবার রাতে সন্দীপ ও জগদীশ নামে ওই দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় কিশোর, ওয়াসিম, অঙ্কিত গুপ্তা, বিশাল গোয়েল, সুমন সৌরভকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭টি মোবাইল ফোন, দুটি ল্যাপটপ, দশটি চেকবুক, ভুয়ো ভোটার কার্ড ও ৪৫টি সিম কার্ড। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চক্রটি শুধুমাত্র দিল্লিতে সক্রিয় ছিল না, দেশের বেশিরভাগ প্রান্তেই তারা জাল বিস্তার করেছিল।

গত শনিবার গভীর রাতে আগুন লাগে বাগরি মার্কেটে। ছতলা বাড়িটির মধ্যে রয়েছে কমপক্ষে পাঁচশোরও বেশি দোকান। আগুন লাগার পরই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সবকটি তলাতেই। একের পর এক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকলের ৩৫টি ইঞ্জিন কাজ করলেও বুধবারও পুরোপুরি নেভেনিন আগুন। আর আগুনের লেলিহান শিখায় একের পর এক দোকান যখন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তখনই দেখা যাচ্ছে অক্ষত বিকাশ সচদেবার ওই খেলনার দোকানটি। আগুনে কোনও ক্ষতি না হওয়ায় বুধবারের আগে তিনি জিনিসপত্রও বের করেননি। তবে বুধবার যখন আগুনের তাপে ছাদ ফুটো হয়ে দোকানে জল পড়তে দেখেন তখনই তিনি জিনিসপত্র বের করার সিদ্ধান্ত নেন। বিকাশ বলেন, 'আগুনের জেরে যখন একের পর এক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তখন আমার দোকান অক্ষতই ছিল। জিনিসপত্রেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে ছাদ ফুটো হয়ে বুধবার সকাল থেকে জল পড়ছে। তাই জিনিসপত্র বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

কনসিকিটিভ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ট্রেডিং লিমিটেড

CIN : L67120WB1982PLC035452
রেজি. অফিস: ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তল, কলকাতা–৭০০০১৩
ফোন: ০৩৩ ২২১১৪৪৫৭
ইমেল: tricon014@gmail.com ওয়েবসাইট: www.consecutiveinvestments.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিসে বিধৃত বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কনসিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় নিজ রেজিস্টার্ড অফিস ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তল, কলকাতা–৭০০০১৩–তে অনুষ্ঠিত হবে। এজিএমের নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৭–১৮ সদস্যদের কাছে (যাঁরা বাস্তবিক প্রতিলিপির জন্য অনুরোধ করেছেন, তাঁরা ছাড়া) ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (ডিপি) [illegible]ম্পানিতে নথিভুক্ত তাঁদের ইমেল ঠিকানায় বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো হয়েছে। কোম্পা[illegible]া ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে ইমেল আইডি নথিভুক্ত করেননি এমন সদস্যদের কাছে এজিএমের নোটিসের বাস্তবিক প্রতিলিপি ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩–র ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস্, ২০১৫–র রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫–র বিধান ৪৪–এর ব্যবস্থানুসারে সদস্যদের নোটিসে বিধৃত সকল সিদ্ধান্তে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)–এর মাধ্যমে এজিএমের স্থান ছাড়া অন্য কোনও স্থান থেকে বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

এজিএমের নোটিসের প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে রিমোট ইভোটিং–এর পদ্ধতি ও নিয়মাবলী উল্লেখ করা আছে। রিমোট ইভোটিং শুরু হবে বুধবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বিকেল ৫টায়। কাট–অফ ডেট ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির যে সব সদস্য বাস্তবিক আকারে অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী তাঁরা নোটিসে বর্ণিত সিদ্ধান্তে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এজিএমের তারিখের আগে যে সব সদস্য রিমোট ইভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরাও এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু আর ভোট দিতে পারবেন না।

কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট এবং ৩৬তম বার্ষিক সভা আহ্বায়ক নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.consecutiveinvestments.com–এও পাওয়া যাবে।

আরও নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (দি অ্যাক্ট)–এর ৯১ ধারা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪–র রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্,২০১৫–র বিধান ৪২ অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে শনিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কনসিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/–
নবীণ কুমার সামন্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : সেপ্টেম্বর ৫, ২০১৮

ট্রাইডেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN : L52110WB1985PLC196555
রেজি. অফিস: ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তল, কলকাতা–৭০০০১৩
ফোন: ০৩৩ ২২১১৪৪৫৭
ইমেল: triindialtd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.triindialtd.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিসে বিধৃত বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কনসিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ দুপুর ২.৩০টায় নিজ রেজিস্টার্ড অফিস ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তল, কলকাতা–৭০০০১৩–তে অনুষ্ঠিত হবে। এজিএমের নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৭–১৮ সদস্যদের কাছে (যাঁরা বাস্তবিক প্রতিলিপির জন্য অনুরোধ করেছেন, তাঁরা ছাড়া) ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (ডিপি) বা কোম্পানিতে নথিভুক্ত তাঁদের ইমেল ঠিকানায় বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে ইমেল আইডি নথিভুক্ত করেননি এমন সদস্যদের কাছে এজিএমের নোটিসের বাস্তবিক প্রতিলিপি ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩–র ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস্, ২০১৫–র রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫–র বিধান ৪৪–এর ব্যবস্থানুসারে সদস্যদের নোটিসে বিধৃত সকল সিদ্ধান্তে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)–এর মাধ্যমে এজিএমের স্থান ছাড়া অন্য কোনও স্থান থেকে বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

এজিএমের নোটিসের প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে রিমোট ইভোটিং–এর পদ্ধতি ও নিয়মাবলী উল্লেখ করা আছে। রিমোট ইভোটিং শুরু হবে বুধবার ২৬.সেপ্টেম্বর ২০১৮ সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বিকেল ৫টায়। কাট–অফ ডেট ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে কোম্পানির যে সব সদস্য বাস্তবিক আকারে অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী তাঁরা নোটিসে বর্ণিত সিদ্ধান্তে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এজিএমের তারিখের আগে যে সব সদস্য রিমোট ইভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরাও এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু আর ভোট দিতে পারবেন না।

কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট এবং ৩৪তম বার্ষিক সভা আহ্বায়ক নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.triiindialtd.com–এও পাওয়া যাবে।

আরও নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (দি অ্যাক্ট)–এর ৯১ ধারা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪–র রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্,২০১৫–র বিধান ৪২ অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে শনিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ট্রাইডেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বাঃ/–
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : সেপ্টেম্বর ৫, ২০১৮